চল্লিশ নম্বর পদটির গুপ্ত ইতিহাস — উনিশ নম্বর সংখ্যা

দ্বিতীয় দুর্দশা — ষষ্ঠ পর্ব

Jeff Pippenger
2026-07-20

দানিয়েল ও প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থ পরস্পরকে পরিপূরক করে; অর্থাৎ, একত্রে তারা পরিপূর্ণতা লাভ করে।

> “প্রকাশিত বাক্যে বাইবেলের সমস্ত গ্রন্থ এসে মিলিত হয় এবং সমাপ্তিতে পৌঁছে। এখানে দানিয়েলের পুস্তকের পরিপূরক অংশ রয়েছে।” *The Acts of the Apostles*, 585.

বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর রাজ্যসমূহই ভবিষ্যদ্বাণীর ছাত্রদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত, কারণ সেখানেই প্রধানত অন্তিম দিনের বহিরাগত ইতিহাস উপস্থাপিত হয়েছে।

> “রাজ্যসমূহের উত্থান ও পতনকে যে কারণগুলি নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলি ঈশ্বরের বাক্যের আলোকে শেখা অনেক উত্তম। যুবসমাজ এই নথিগুলি অধ্যয়ন করুক, এবং দেখুক যে জাতিসমূহের প্রকৃত সমৃদ্ধি কীভাবে ঐশ্বরিক নীতিসমূহের গ্রহণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল। সে মহান সংস্কারমূলক আন্দোলনগুলির ইতিহাস অধ্যয়ন করুক, এবং দেখুক যে কতবার এই নীতিসমূহ, যদিও অবজ্ঞাত ও ঘৃণিত হয়েছে, এবং তাদের সমর্থকদের কারাগার ও ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তথাপি এই সকল আত্মবলি দ্বারাই বিজয়ী হয়েছে।” Education, 238.

পবিত্র ইতিহাসসমূহ—সেটি “মহান সংস্কারমূলক আন্দোলনসমূহ” হোক, কিংবা “রাজ্যসমূহের উত্থান ও পতন”—ঈশ্বরের বাক্যে পবিত্র ইতিহাসসমূহ জীবন-মৃত্যুর বিষয়। পৌল দ্বিতীয় থিসলনীকীয় পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিপিবিদ্ধ করেছেন যে, যারা সত্যকে প্রেমে করে না এবং পরবর্তীকালে প্রবল ভ্রান্তি গ্রহণ করে, তারা তা করে, কারণ তারা সেই বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করতে বেছে নিয়েছিল, যা পৌল ঐ অংশে শনাক্ত করেছেন। ঐ অংশটি পৌত্তলিক রোমের সঙ্গে পাপাল রোমের সম্পর্ককে শনাক্ত করে, যা আবার পার্গামোস ও থুয়াতীরার সম্পর্কও, এবং একই সঙ্গে লোহা ও মাটির সম্পর্ক, তদুপরি ড্রাগনের সঙ্গে পাপাসির সম্পর্কও বটে। থুয়াতীরা দ্বারা প্রতীকায়িত পাপাল রোমের উত্থান এবং পার্গামোস দ্বারা প্রতীকায়িত পৌত্তলিক রোমের পতন—এটি এমন এক সত্য, যাকে যারা প্রবল ভ্রান্তি গ্রহণ করে তারা ঘৃণা করে।

মিলারীয় ইতিহাসে, মিলারীয়দের ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যকার যে বিতর্ক ১৮৪৩ সালের অগ্রগামী চার্টে স্থান পেয়েছিল, তা ছিল দানিয়েল ১১-এর চতুর্দশ পদে “তোমার জাতির দস্যুগণ” দ্বারা কোন ঐতিহাসিক শক্তিকে নির্দেশ করা হয়েছে, সেই প্রশ্ন নিয়ে। দস্যুগণ কি ছিল পৌত্তলিক রোমের উত্থান, যেমনটি মিলারীয়রা যুক্তি দিয়েছিল, নাকি তা ছিল সেলেউসিদিদের পতন, যেমনটি প্রোটেস্ট্যান্টরা দাবি করেছিল?

> “যে প্রত্যেক জাতি কর্মমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে, তাকে পৃথিবীতে তার স্থান অধিকার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যাতে দেখা যায় সে ‘প্রহরী ও পবিত্রজন’-এর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবে কি না। ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বের মহান সাম্রাজ্যগুলোর—বাবিলন, মাদীয়-পারস্য,

> গ্রীস, এবং রোম—উত্থান ও পতনের রেখাচিত্র অঙ্কন করেছে। এদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে, যেমন অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী জাতিগুলোর ক্ষেত্রেও, ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্ত করেছে। প্রত্যেকেরই পরীক্ষার কাল ছিল, প্রত্যেকেই ব্যর্থ হয়েছে, তাদের মহিমা ম্লান হয়েছে, তাদের ক্ষমতা লুপ্ত হয়েছে, এবং তাদের স্থান অন্যের দ্বারা অধিকার করা হয়েছে....”
>
> “পবিত্র শাস্ত্রের পৃষ্ঠাগুলিতে যেমন স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে, জাতিসমূহের উত্থান ও পতন থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, নিছক বাহ্যিক ও জাগতিক গৌরব কত নিরর্থক। বাবিলন, তার সমস্ত শক্তি ও জাঁকজমকসহ—যার তুল্য আমাদের জগৎ আর কখনও দেখেনি,—সে শক্তি ও জাঁকজমক, যা সেই সময়ের লোকদের কাছে এত স্থিতিশীল ও স্থায়ী বলে প্রতীয়মান হয়েছিল,—কত সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেছে! ‘ঘাসের ফুলের’ ন্যায় তা বিনষ্ট হয়েছে। এভাবেই বিনষ্ট হয় সেই সব কিছু, যার ভিত্তি ঈশ্বর নন। কেবল তাই স্থায়ী হতে পারে, যা তাঁর উদ্দেশ্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত এবং তাঁর চরিত্রকে প্রকাশ করে। তাঁর নীতিসমূহই একমাত্র অটল বিষয়, যা আমাদের জগৎ জানে।” Education, 177, 184.

বাইবেলীয় ইতিহাসই সেই দর্শন, যার অভাব সম্পর্কে সলোমন বলেছিলেন যে, তা না থাকলে মানুষ বিনষ্ট হয়। মিলেরীয়রা প্রকাশিতবাক্য অধ্যায় নয়ের পাঁচ ও দশ পদে “পাঁচ মাস” হিসেবে উপস্থাপিত একশত পঞ্চাশ বছরকে চিনতে পেরেছিল এবং ঘোষণা করেছিল, কিন্তু তারা প্রকাশিতবাক্য নয় অধ্যায়ে উপস্থাপিত ইতিহাস গভীরভাবে অনুসন্ধান করেনি। তারা যথার্থভাবে দশ পদের পাঁচ মাসকে চিহ্নিত করেছিল, কিন্তু স্পষ্টতই তারা মনে করেছিল যে, যেহেতু পাঁচ ও দশ উভয় পদেই “পাঁচ মাস” এই অভিব্যক্তিটি রয়েছে, তাই তা কেবল উভয় পদে উপস্থাপিত যন্ত্রণার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি একপ্রকার জোরারোপ মাত্র। এখন সহজেই প্রদর্শন করা যায় যে, পাঁচ পদে যখন “পাঁচ মাস” উপস্থাপিত হয়েছে, তখন তা একশত পঞ্চাশ বছরকে নির্দেশ করে, যা মুহাম্মদের মৃত্যুর সময় ৬৩২ সালে শুরু হয়েছিল এবং ৭৮২ সালে বাইজান্টীয়, বা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী আইরিনের অপমানের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছিল।

পথপ্রদর্শকেরা ২৭ জুলাই, ১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দে নিকোমেডিয়ার যুদ্ধকে একশত পঞ্চাশ বছরের সূচনা হিসেবে পদ দশের প্রয়োগে সঠিক ছিলেন, যা ২৭ জুলাই, ১৪৪৯ খ্রিষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলে শাসনকারী শেষ কনস্টান্টাইনের অপমানের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়। পংক্তির পর পংক্তি অনুসারে, একশত পঞ্চাশ বছরের একটি কালপর্ব বিশ্বব্যাপী ইসলামের পরিচয় বহন করে, যা আরবের প্রথম সর্বনাশের ইসলাম এবং তুরস্কের দ্বিতীয় সর্বনাশের ইসলাম—উভয়ের দ্বারাই প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। যে ইসলাম সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী উভয়কেই একত্রে অপমানিত করেছিল, তা বিশ্বব্যাপী ইসলামের দ্বারা এমন এক রাজ্য জয় করার পরিচয় দেয়, যা একজন নারী দ্বারা গঠিত—আইরিনের দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত—এবং একজন পুরুষ দ্বারা—শেষ কনস্টান্টাইনের দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত।

একশত পঞ্চাশ বছরের সেই পরিসরে, যা আইরিনের অপমানের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়, আরবের ইসলাম বাইজান্টিয়ামের এলাকা বা ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে, ফলে আইরিন এমন এক অপমানজনক অবস্থায় নিপতিত হন যে, অন্যান্য আরোপের পাশাপাশি তাঁকে তিন বছর ধরে কর প্রদান করতে বাধ্য হতে হয়। যখন শেষ কনস্টান্টাইনের অপমান সংঘটিত হয়, তখন তা চার বছরের এক সময়পর্বের সূচনা নির্দেশ করে, যা পূর্ব রোমের রাজধানীর অবরোধ ও পতনের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই তা ছিল ইসলাম—আইরিনের জন্য আরবীয়

ইসলাম এবং শেষে কনস্টান্টাইনের জন্য তুর্কি ইসলাম। অন্তিম কালে, প্রথম ও দ্বিতীয় আক্ষেপে উপস্থাপিত আরবীয় ও তুর্কি ইসলামের দুই সাক্ষীর দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রথমে ভূখণ্ড, এবং পরে রাজধানী অধিকার করবে। অন্তিম কালের সেই রাজনৈতিক সত্তা, যা পূর্ব রোমের কনস্টান্টাইন দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করে, প্রতীকী অর্থে বিবাহিত সেই অন্তিম কালের ধর্মীয় সত্তার সঙ্গে, যা পূর্ব রোমের আইরিন দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করে। আমি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সত্তা পরিভাষা ব্যবহার করছি এই বিষয়টি নির্দেশ করার জন্য যে, পশুর মূর্তির প্রতীক প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রে এবং পরে সমগ্র বিশ্বে প্রকাশিত হয়। পশুর মূর্তি ছিল কনস্টান্টাইন ও আইরিনের সেই প্রতীকী বিবাহ, যারা উভয়েই ইসলামের কাছে তাদের ভূখণ্ড ও রাজধানী হারিয়ে অপমানিত হয়।

দুই ইতিহাসকে পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যে স্থাপন করার মাধ্যমে তাদের বিবাহকে চিহ্নিত করা হয়, এবং ৩১৩ সালে মিলানের ফরমান কার্যকর করা হলে, কনস্টান্টিয়া ও লিসিনিয়ুসের মধ্যকার বিবাহের দ্বারা সেটি প্রতিরূপে প্রকাশিত হয়েছিল; তখন স্মুর্নার প্রতীকী মণ্ডলীর সমাপ্তি ঘটে এবং পার্গামোসের প্রতীকী মণ্ডলীর সূচনা হয়। যাদেরকে পৌল প্রবল ভ্রান্তি গ্রহণকারী বলে চিহ্নিত করেন, তারা পৌলের সেই সতর্কবার্তাটি দেখতে অস্বীকার করে, যাতে পাপের মানুষ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে এক মহাপতনের কথাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সেই মহাপতন পার্গামোসের ইতিহাসে সংঘটিত হয়, এবং ৫৩৮ সালে পাপের মানুষ প্রকাশিত হয়; তখন থুয়াতিরার মণ্ডলী শুরু হয়।

> কেউ যেন কোনো উপায়ে তোমাদের প্রতারিত না করে; কারণ সেই দিন আসবে না, যতক্ষণ না প্রথমে ধর্মত্যাগ ঘটে, এবং পাপের সেই মানুষ, বিনাশের পুত্র, প্রকাশিত হয়; যে ঈশ্বর নামে পরিচিত বা উপাস্য সমস্ত কিছুর বিরোধিতা করে এবং নিজেকে তাদের সকলের ঊর্ধ্বে উচ্চ করে; এমনকি সে ঈশ্বরের মন্দিরে ঈশ্বররূপে বসে, নিজেকে ঈশ্বর বলে প্রদর্শন করে। 2 Thessalonians 2:3, 4.

পূর্ব রোমের ইতিহাস ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সত্যের পক্ষে দুটি সাক্ষ্য প্রদান করে, যা পূর্ব রোমের সঙ্গে পশ্চিম রোমের প্রতীকী সম্পর্কেও উপস্থাপিত হয়েছে। সেই সম্পর্কে পশ্চিম রোম হলো গির্জা এবং পূর্ব রোম হলো রাষ্ট্র। রোম হলো গির্জা ও রাষ্ট্রের একটি সমন্বয়, যেমনটি দানিয়েল দ্বিতীয় অধ্যায়ে লোহা ও মাটির দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে।

এই সত্যটি যে অন্তিম কালে বিশ্বব্যাপী ইসলাম এমন এক শক্তির বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়, যা গির্জা ও রাষ্ট্রের সমন্বয়রূপে প্রতিভাত, এবং তার ভূখণ্ড ও রাজধানী অধিকার করে—প্রকাশিতবাক্য নয়ের পবিত্র ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত আরও দুইজন সাক্ষীর দ্বারা তা সমর্থিত হয়। উসমান ১২৯৯ সালের ২৭ জুলাই নিকোমিডিয়ার ভূখণ্ড জয় করেন, এবং তারপর দুই বছর পরে, ১৩০১ সালে, তিনি নাইসিয়ার ভূখণ্ডও জয় করেন। তাঁর পুত্র ১৩৩১ সালে নাইসিয়ার রাজধানী নগরী জয় করেন, এবং সেই একই পুত্র চার বছরের অবরোধের পর ১৩৩৭ সালে নিকোমিডিয়ার রাজধানী নগরীও জয় করেন। অগ্রদূতেরা ১২৯৯ সালের ২৭ জুলাই তারিখটিকে উসমানের সঙ্গে চিহ্নিত করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী যুদ্ধটির দিকে—অর্থাৎ নাইসিয়ার যুদ্ধের দিকে—অটোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক দ্বিতীয় ধাপ হিসেবে কখনও দৃষ্টি দেননি। ১২৯৯ সালের ২৭ জুলাই ছিল রবিবার আইন পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য কয়েকটি ধাপের মধ্যে প্রথম ধাপ। তুর্কি ইসলামের প্রথম দুই ধাপ এমন এক ভবিষ্যদ্বাণীর সূচনা নির্দেশ করেছিল, যা ১৪৪৯ সালে শেষ হয়েছিল, তারপর আবার ১৮৪০ সালে, তারপর আবার ৯/১১-এ, এবং তারপর আবার ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর।

ঐ দুই ধাপের মধ্যে প্রথমটি কেবল একশত পঞ্চাশ বছরের সূচনাই চিহ্নিত করেনি, বরং তা আটত্রিশ বছরেরও সূচনা চিহ্নিত করেছিল। এর শুরু হয়েছিল যখন ওসমান নিকোমেডিয়ার ভূখণ্ড অধিকার করেন, এবং তা আটত্রিশ বছর পরে সমাপ্ত হয়, যখন ১৩৩৭ সালে চার বছরের অবরোধের শেষে ওসমানের পুত্র নিকোমেডিয়ার রাজধানী নগরটি দখল করে। আটত্রিশ সংখ্যাটি "উত্থান" নির্দেশ করে, এবং নিকোমেডিয়ার ভূখণ্ড গ্রহণে ওসমানের প্রারম্ভিক পদক্ষেপটি তুর্কি ইসলামের উত্থানকে চিহ্নিত করেছিল। আটত্রিশ বছরের সেই প্রথম ধাপে, "চার বছর"-এর এক অবরোধ উপসংহারকে চিহ্নিত করে। একশত পঞ্চাশ বছরের শেষ ধাপে, অপমান কার্যকর করা হয়, এবং চার বছর পরে ১৪৫৩ সালে, পূর্বাঞ্চলীয় রোমের রাজধানী দখল করা হয়।

সে ১৪৫৩ সালে অটোমান তুর্কিরাই হোক, অথবা ওসমানের পুত্র ১৩৩৭ সালে নিকোমেডিয়া এবং ১৩৩১ সালে নাইসিয়া—উভয়ই অধিকার করুক, এই তিনটি ক্ষেত্রেই প্রতিটি রাজধানী নগর ইতিহাসের কোনো না কোনো পর্যায়ে পূর্ব রোমের রাজধানী হিসেবে কাজ করেছিল। এই তিনটি রেখার প্রত্যেকটিই পূর্ব রোমের বিজয়কে সনাক্ত করছে। এই তিনটি রেখার প্রত্যেকটি নির্দেশ করে যে ইসলাম প্রথমে ভূখণ্ড, এবং পরবর্তীতে পূর্ব রোমের রাজধানী জয় করে। তিনটি রাজধানীর প্রত্যেকটির নামই সেই ভূখণ্ডের নামের সঙ্গে অভিন্ন। এই তিনটি রেখার প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র আলফা ও ওমেগা ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব রয়েছে। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী উভয়ের উপর ইসলামের অপমানের মাধ্যমে একটি গির্জা-রাষ্ট্র সম্পর্ককে সনাক্ত করতে গিয়ে, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক এই অপমান তাদের রেখাগুলিকে পশ্চিম রোমের সঙ্গে সংযুক্ত করে, যা ৩৩০ সালে কনস্টান্টাইন দ্য গ্রেট যখন রোম নগরীর পরিবর্তে কনস্টান্টিনোপলকে বেছে নেন, তখন সেও অপমানিত হয়েছিল। পশ্চিম রোমের চূড়ান্ত অপমান আসে ৪৭৬ সালে, শেষ সম্রাটের সময়ে, এবং সেখান থেকে তা দ্রুত অবনতির দিকে যেতে থাকে।

পূর্ব রোমের তুলনায় পশ্চিম রোম ছিল গির্জা; পূর্ব ছিল রাষ্ট্র। শুরুতে ৩৩০ সালে অপমান, তারপর ৪৭৬ সালে অপমান, এবং তারপর ৭৮২ সালে, এবং আবার ১৪৪৯ সালে। একটি অপমানের রেখা, যা শুরু হয় এক রাজ্যের বিভাজনের মধ্য দিয়ে; এরপর ৪৭৬ সালে সম্রাটকে হারানোর অপমান, এবং তাই সাম্রাজ্যকেও, আর তারপর ইসলাম প্রথমে ৭৮২ সালে পূর্বের ভূখণ্ডে এবং পরে ১৪৫৩ সালে পূর্বের রাজধানীতে অপমান নিয়ে আসে।

বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর ইসলাম পূর্ব ও পশ্চিম উভয় রোমের ধারাবাহিকতাকে প্রকাশ্যে আনে, এবং ইসলাম আজ যে আলো উৎপন্ন করছে তা মিলারীয় অগ্রদূতদের জন্য ইসলামের ভিত্তিগত আলোয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও, তার তুলনায় বহুগুণ অগ্রসর। ২০২৪ সালে 'তোমার জাতির মধ্যে যারা দর্শন প্রতিষ্ঠা করে, সেই দস্যুরা কারা'—এই প্রশ্ন দিয়ে যে পরীক্ষার সময় শুরু হয়েছিল, তা ছিল সেই পরীক্ষাকালের আলফা; আর এখন, পরীক্ষাকালের শেষে, প্রকাশিত বাক্য নবম অধ্যায়ে ইসলামের বিষয় থেকে প্রাপ্ত আলো পশ্চিম ও পূর্ব রোম সম্পর্কে এমন সব সাক্ষ্য সংযোজন করছে, যা এই বর্তমান অন্তিম দিনসমূহ পর্যন্ত কখনও মূল্যায়িত হয়নি।

দানিয়েলে ১১-এর দশম থেকে ষোড়শ পদে অবস্থিত ইতিহাসের ধারাসমূহকে ইসলামের ভাববাণীমূলক রেখাগুলি, যা নবম থেকে একাদশ অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে, একত্রিত করে, কারণ এগুলি এমন সাক্ষ্য প্রদান করে যা এই প্রবন্ধসমূহে ইতিমধ্যে আলোচিত রেখাগুলির সঙ্গে সংযুক্ত। কিন্তু ইসলামের উত্থানের ভাববাণীমূলক চিত্রণের অন্তর্গত রয়েছে মিলারাইটদের আন্দোলনের উত্থান এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলনের

উত্থান—উভয়ই। প্রকাশিতবাক্য ৯-এর সময়-ভাববাণীগুলির অভ্যন্তরে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত এবং সেগুলির অংশরূপে অবস্থিত দুটি চার-বছরের কালপর্ব ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত চার বছরের সাক্ষ্য বহন করে। ১৮৪৪ সালে ভাববাণীমূলক কাল আর থাকে না; অতএব, প্রতীকী চার-বছরের কালপর্বটি সময় দ্বারা নয়, বরং তার ভাববাণীমূলক বৈশিষ্ট্য দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়। প্রথম চার-বছরের কালপর্বটি নির্দেশ করে ১৩৩৭ সালে ইসলামের দ্বারা নিকোমিডিয়া বিজয়কে, যা তার পিতার সেই ভূখণ্ড জয়ের আটত্রিশ বছর পরে সংঘটিত হয়। দ্বিতীয় চার-বছরের পর্বটি ১৪৪৯ সালে প্রাচ্য রোমের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় শাসকদের অপমানকে নির্দেশ করে, যা ইসলাম দ্বারা সংঘটিত হয়; এবং তৃতীয় চার-বছরের পর্বটি ঈশ্বরের শক্তির এক গৌরবময় প্রকাশকে নির্দেশ করে, যখন সেই স্বর্গদূত, যিনি তাঁর মহিমায় পৃথিবীকে আলোকিত করেছিলেন, ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট অবতরণ করেছিলেন।

একশ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরাঙ্কনের সময়ে প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের মিলারীয় ইতিহাস তৃতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেই চূড়ান্ত মোহরাঙ্কনের কাজেই পাপের বিলুপ্তিকরণ; এটি মানবতার সঙ্গে ঈশ্বরত্বের সংযুক্তি, এবং এটি এমন এক যুদ্ধকালীন সময়ে সংঘটিত হয়, যা ইসলাম দ্বারা আনা হচ্ছে।

> আর সে অতল গহ্বর খুলিয়া দিল; এবং গহ্বর হইতে এক ধোঁয়া উঠিল, যেন এক মহাভাটির ধোঁয়া; আর গহ্বরের ধোঁয়ার কারণে সূর্য ও আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল। এবং সেই ধোঁয়া হইতে পৃথিবীর উপরে পঙ্গপাল বাহির হইল; আর তাহাদিগকে ক্ষমতা দেওয়া হইল, যেমন পৃথিবীর বিচ্ছুদের ক্ষমতা আছে। এবং তাহাদিগকে আজ্ঞা দেওয়া হইল, যেন তাহারা পৃথিবীর ঘাসের, কিংবা কোনো সবুজ বস্তুর, কিংবা কোনো বৃক্ষের অনিষ্ট না করে; বরং কেবল সেই সকল মনুষ্যকে, যাহাদের কপালে ঈশ্বরের মোহর নাই। প্রকাশিত বাক্য ৯:২–৪।

প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি অন্তিম দিনগুলিতে সংঘটিত হয়; অতএব, এই অংশটি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরাঙ্কনকে নির্দেশ করছে। প্রকাশিত বাক্য নয় অধ্যায়ে ইসলামের ভবিষ্যদ্বাণী সেই ঐতিহাসিক চাবিকাঠি প্রদান করে, যার দ্বারা সেই শক্তির সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ চিত্র একত্রে উপস্থিত হয়—যে শক্তি দর্শনটিকে প্রতিষ্ঠা করে—এবং তা সেই ইতিহাসে পরিসমাপ্তিতে পৌঁছায়, যা ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ চূড়ান্ত হয়েছিল, যখন ইসলাম সংযত করা হয়। সেই সময় থেকে প্রকাশিত বাক্য নয় অধ্যায়ের সাক্ষ্য দশ অধ্যায়ে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাসে প্রসারিত হয়। পরে এগারো অধ্যায়ে তৃতীয় সর্বনাশ রবিবার-আইনের সময় আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয়, আর তখনই তৃতীয় স্বর্গদূতের উচ্চধ্বনি আরম্ভ হয়। নয় অধ্যায় দানিয়েলে ও প্রকাশিত বাক্যে উপস্থাপিত রাজ্যসমূহের উত্থান ও পতনকে বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে ইসলামের চাবিকাঠি। দশ ও এগারো অধ্যায় এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জ্ঞানী কুমারীর অভিজ্ঞতাকে সনাক্ত করে। নয় অধ্যায় সেই প্রতীককে চিহ্নিত করে যা বহিঃস্থ দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করে, আর দশ ও এগারো অধ্যায় সেই অন্তর্দর্শনকে চিহ্নিত করে যা মেষশাবককে অনুসরণ করে মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

প্রকাশিত বাক্য দশম অধ্যায়ে খ্রীষ্ট সেই পরাক্রান্ত দূতরূপে আবির্ভূত হন, যিনি একটি ক্ষুদ্র পুস্তক খুলে নিয়ে অবতরণ করেন। সেই ঘটনা প্রকাশিত বাক্য নয়ের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিসমাপ্তিতে, যা তিনশত একানব্বই বছর ও পনের দিন নির্দেশ করে, ১১ আগস্ট, ১৮৪০ তারিখে পরিপূর্ণ হয়েছিল। প্রকাশিত বাক্য দশম অধ্যায় সেই ইতিহাসকে চিহ্নিত করে, যা অগ্রসর হতে হতে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ তারিখে যোহনের উদরে সেই

বার্তা তিক্ত হয়ে ওঠা পর্যন্ত পৌঁছায়। ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪—এই চার বছর প্রথম দূতের আগমনে শুরু হয় এবং তৃতীয় দূতের আগমনে সমাপ্ত হয়। ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এর পরিপূর্ণতার পরবর্তী এই চার বছর, তিনশত একানব্বই বছর ও পনের দিনের সূচনাকালে ২৭ জুলাই, ১৪৪৯ থেকে ১৪৫৩ পর্যন্ত চার বছরের দ্বারা পূর্বরূপে নির্দেশিত হয়েছিল। এই উভয় চার-বছরব্যাপী সময়কাল ১৩৩৩ থেকে ১৩৩৭ পর্যন্ত নিকোমিডিয়ার অবরোধের চার বছরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রতীকগতভাবে পূর্ব রোম ইসলাম দ্বারা তিনবার বিজিত হয়েছিল। প্রথমত, ১৩৩১ সালে নাইসিয়ার অবরোধে; তারপর, ১৩৩৭ সালে নিকোমিডিয়ার চার বছরের অবরোধে; এবং তারপর ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপলের অবরোধে।

ডায়োক্লেশিয়ান ৩৯৩ সালে আইনগতভাবে রোমকে পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত করেন, এবং কনস্টান্টাইন ৩৩০ সালে ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে রোমকে পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত করেন। ৩৯৫ সালে, সম্রাট থিওডোসিয়াস I-এর মৃত্যুর পর, সাম্রাজ্যটি আনুষ্ঠানিকভাবে ও স্থায়ীভাবে বিভক্ত হয়, কারণ তিনি পূর্ব ও পশ্চিমকে তাঁর দুই পুত্রের নিকট উত্তরাধিকারস্বরূপ অর্পণ করেন। ১০৫৪ সালে "মহাবিচ্ছেদ"-এ ক্যাথলিক চার্চ পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত হয়। বিভাজনটি ছিল ক্রমশ সংঘটিত, যেমন ছিল তার পরবর্তী পতনও। সেই বিভাজন আজও এই দিন পর্যন্ত বহাল রয়েছে। সেই তারিখ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে, রোমস্থিত পশ্চিমা চার্চ ইসলামের বিরুদ্ধে আনুমানিক দুই শতাব্দীব্যাপী ক্রুসেডসমূহ শুরু করে। পশ্চিম রোম পতিত হয় যখন ৪৭৬ সালে তা তার শেষ সম্রাটকে হারায়। পূর্ব রোম পতিত হয় ১৪৫৩ সালে। পাপাল রোম পতিত হয় ১৭৯৮ সালে। পৌত্তলিক রোম ৩৯৩, ৩৩০ এবং ৩৯৫ সালে পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত হয়। পাপাল রোম ১০৫৪ সালে পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত হয়। সিস্টার হোয়াইট ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নে রাজ্যসমূহের উত্থান ও পতনকে একটি প্রধান নির্দেশবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করেন।

প্রকাশিত বাক্যের নবম অধ্যায় থেকে ইতিহাসের আলোর মধ্যে যে রাজ্যসমূহ প্রকাশিত হয়ে আসে, সেগুলি এই যুক্তিকে আরও শক্তিশালী করে যে দর্শনটিকে প্রতিষ্ঠা করে রোমই। ইসলাম এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মধ্যকার ভাববাণীমূলক সংযোগ এই মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তার প্রমাণ, যা খ্রিষ্টের গাধার পিঠে আরোহণ করে যিরূশালেমে প্রবেশ করার দ্বারা প্রতিরূপায়িত হয়েছিল; এবং এটি এমন একটি সময়-ভাববাণী দ্বারা উপস্থাপিত, যা প্রথম সর্বনাশের সময়ে শুরু হয়েছিল, ভাববাণীর দ্বিতীয় অংশে দ্বিতীয় সর্বনাশে অব্যাহত ছিল, এবং সেই চার বছরের ইতিহাসে তার পরিপূর্ণতায় উপনীত হয়েছিল, যেখানে প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের মিলারাইট আন্দোলন ঐ একই ভাববাণীর পরিপূর্ণতার মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছিল। ভাববাণীটি "আটত্রিশ ও দুই বছর" (1299 এবং 1301) বছরের প্রতীক দিয়ে শুরু হয়েছিল, যা ইসলামের উত্থানকে চিহ্নিত করেছিল; এবং এটি "আটত্রিশ ও দুই বছর" (1838 এবং 1840) বছরের প্রতীক দিয়ে সমাপ্ত হয়েছিল, যা মিলারাইটদের উত্থানকে চিহ্নিত করেছিল।

১৮৪৪ সালে, ১৩৩৩ থেকে ১৩৩৭ সালের অবরোধ এবং ১৪৪৯ থেকে ১৪৫৩ সালের অবরোধ দ্বারা প্রতিরূপিত মিলারপন্থীদের চার-বছরব্যাপী সময়পর্বের সমাপ্তিতে, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময় আর প্রয়োগ করা হবে না। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের পতাকা উত্তোলন সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত, যেখানে ইসলামকে উত্তোলিত করা হয়।

> যিহূদা, তুই সেই, যাকে তোর ভ্রাতারা প্রশংসা করবে; তোর হাত তোর শত্রুদের ঘাড়ের উপর থাকবে; তোর পিতার সন্তানরা তোর সম্মুখে নত হবে। যিহূদা সিংহশাবক; শিকার হইতে, হে আমার পুত্র, তুই উপরে উঠিয়াছিস; সে নত হইয়াছে, সে সিংহের ন্যায় শয়ন

> করিয়াছে, এবং বৃদ্ধ সিংহের ন্যায়; কে তাহাকে জাগাইবে? রাজদণ্ড যিহূদা হইতে দূর হইবে না, এবং বিধানদাতা তাহার পদদ্বয়ের মধ্য হইতে সরিবে না, যে পর্যন্ত শীলোহ না আসে; এবং লোকসমূহের সমাবেশ তাঁহারই নিকটে হইবে। সে আপন গর্দভশাবক দ্রাক্ষালতার সঙ্গে বাঁধে, এবং আপন গর্দভীর বাছুর উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষালতার সঙ্গে; সে দ্রাক্ষারসে আপন বস্ত্র ধৌত করিয়াছে, এবং আঙুরের রক্তে আপন পরিচ্ছদ; তাহার চক্ষু দ্রাক্ষারসে লাল হইবে, এবং তাহার দাঁত দুধে শ্বেত হইবে। আদিপুস্তক ৪৯:৮–১২।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার ব্যক্তি খ্রিষ্টের চরিত্রকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত করে, এবং খ্রিষ্টকে অন্যান্য প্রতীকী উপস্থাপনার মধ্যে "মনোনীত দ্রাক্ষালতা" বলা হয়েছে। আদিপুস্তক 16:12-এ ইশ্মায়েলকে একজন "বন্য" মানুষ হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে।

> আর সে হবে এক বন্য মানুষ; তার হাত প্রত্যেক মানুষের বিরুদ্ধে থাকবে, এবং প্রত্যেক মানুষের হাত তার বিরুদ্ধে থাকবে; আর সে তার সকল ভ্রাতার সম্মুখে বাস করবে।

"বন্য" বলে যে শব্দটি অনূদিত হয়েছে, তা হলো বন্য আরবীয় গাধা। অন্তিম দিনে খ্রিস্টের প্রতিনিধিরা বন্য আরবীয় গাধার বার্তার উপর আরোহণ করে, সেই গাধা যার উপর খ্রিস্ট যিরূশালেমে প্রবেশ করেছিলেন, সেই গাধা যে অবশেষে বলিআম তৃতীয়বার তাকে আঘাত করার পর কথা বলেছিল। ১৮৪০ সালে প্রথম স্বর্গদূতের বার্তাকে যে বার্তা ক্ষমতাপ্রদান করেছিল, তারা সেই নবুয়তপূর্ণ ইতিহাসেই, যেখানে আন্দোলনকে ক্ষমতাপ্রদানকারী বার্তাটি অবস্থিত ছিল, একটি প্রিয়াসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ একশত পঞ্চাশ বছরের নবুয়ত দেখতে পায়নি। তারা সেই একই সময়-নবুয়তের মধ্যেই দুটি চার-বছর মেয়াদের পর্ব দেখেনি, যা ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালের ইতিহাসের প্রতিরূপ ছিল। যিহূদা গোত্রের সিংহ এখন "প্রাচীন পথসমূহ" থেকে এমন আলো উদ্ঘাটন করছেন যা আগে কখনও দেখা যায়নি, এবং তা এমন আলো যা ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে যে আলো উদ্ঘাটিত হয়ে আসছে, তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এটি ন্যিয়াশভলিকে আঘাত করে ইসলাম কি না, সে বিষয়ে যে কোনো সন্দেহ দূর করে। এই আলো রোমের প্রতীককে আলোকিত করে, ফলে ২০২৪ সালে "তোমার জাতির ডাকাতদের" বিষয়ে আলফা-বিতর্কের প্রতি এটি একটি ওমেগা-বক্তব্যে পরিণত হয়, এবং একই সঙ্গে মিলারীয় ইতিহাসে একই প্রতীক নিয়ে বিতর্কেও এটি ওমেগা-প্রতীক। এটি সনাক্ত করে যে, প্রকাশিতবাক্য নয়ের সময়-নবুয়তগুলোর ইসলাম হলো এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরের সময়ের অভ্যন্তরীণ ইতিহাসের মধ্যে বাহ্যিক বার্তা। আমরা কিছু সময় ধরে এই সত্য শিক্ষা দিয়ে আসছি, কিন্তু এখন এটি একটি রেখার উপর প্রদর্শন করা যেতে পারে, যা প্রকাশিতবাক্য নয় থেকে শুরু হয়ে প্রকাশিতবাক্য এগারোতে সমাপ্ত হয়। ইসলামের সময়-নবুয়তের সঙ্গে সংযুক্ত তৃতীয় চার-বছরের পর্ব, যা ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালে পরিপূর্ণ হয়েছিল, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরের সময়কে চিত্রিত করে। প্রকাশিতবাক্য এগারোর মহাভূমিকম্পের দ্বারা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে একটি পতাকা-চিহ্নরূপে উত্থাপিত করা হয়।

ইজেকিয়েল সাঁইত্রিশ অধ্যায়ে ঈশ্বরের লোকদের এক বাহিনী হিসেবে উত্থাপন করা একটি দুই-ধাপের প্রক্রিয়া, যার প্রতিরূপ আদমের সৃষ্টির মধ্যে পূর্বেই প্রদর্শিত হয়েছিল। প্রথমে আদমকে মাটির ধূলি থেকে গঠন করা হয়েছিল, তারপর খ্রিস্ট তাঁর মধ্যে প্রাণের নিশ্বাস সঞ্চার করেছিলেন। ইজেকিয়েলে প্রথম ভাববাণী মৃতদেহগুলিকে গঠন করে, কিন্তু তারা তখনও মৃতই থাকে। তারপর চার বায়ুকে দেহগুলির উপর ফুঁ দিতে বলা হয়, এবং তারা এক মহাপরাক্রান্ত বাহিনী হিসেবে উঠে দাঁড়ায়। আটত্রিশ এবং চল্লিশ সংখ্যা সেই দুই ধাপেরই প্রতিনিধিত্ব করে।

আমরা এই বিষয়গুলো পরবর্তী প্রবন্ধে অব্যাহত রাখব।

> এর পরে যিহূদীদের একটি পর্ব ছিল; এবং যীশু যিরূশালেমে উঠিয়া গেলেন। আর যিরূশালেমে মেষ-দ্বারের নিকটে একটি পুকুর আছে, যাহা ইব্রীয় ভাষায় বেথেস্দা নামে পরিচিত, এবং তাহার পাঁচটি বারান্দা ছিল। সেই সকল বারান্দায় অসংখ্য রোগাক্রান্ত লোক, অন্ধ, খঞ্জ ও শুকাইয়া যাওয়া অঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তি, জলের আন্দোলনের অপেক্ষায় শুইয়া থাকিত। কারণ নির্দিষ্ট সময়ে এক স্বর্গদূত সেই পুকুরে নামিয়া জল আলোড়িত করিত; আর জল আলোড়িত হওয়ার পর যে ব্যক্তি প্রথমে নামিত, সে যে রোগেই আক্রান্ত থাকুক না কেন, সুস্থ হইয়া যাইত। সেখানে এক ব্যক্তি ছিল, যাহার আটত্রিশ বৎসর ধরিয়া ব্যাধি ছিল। যীশু তাহাকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া, এবং জানিয়া যে সে ইতিমধ্যে দীর্ঘকাল এই অবস্থায় আছে, তাহাকে বলিলেন, তুমি কি সুস্থ হইতে চাও? সেই রোগী তাঁহাকে উত্তর দিল, মহাশয়, জল আলোড়িত হইলে আমাকে পুকুরে নামাইবার মতো আমার কেহ নাই; কিন্তু আমি যাইতে যাইতেই অন্য এক ব্যক্তি আমার আগে নামিয়া পড়ে। যীশু তাহাকে বলিলেন, উঠ, তোমার শয্যা তুলিয়া লও, এবং চলাফেরা কর। আর তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তি সুস্থ হইয়া গেল, এবং নিজের শয্যা তুলিয়া লইয়া চলিতে লাগিল; আর সেই দিনটি ছিল বিশ্রামবার। যোহন ৫:১–৯।

> "এখন উঠে দাঁড়াও," আমি বললাম, "এবং সেরেদ ঝরনাটি পার হয়ে যাও।" তখন আমরা সেরেদ ঝরনাটি পার হলাম। আর কাদেশ-বার্নেয় থেকে যাত্রা করে সেরেদ ঝরনাটি পার হওয়া পর্যন্ত আমাদের যে সময় অতিবাহিত হয়েছিল, তা ছিল আটত্রিশ বছর; যে পর্যন্ত না যোদ্ধা পুরুষদের সমগ্র প্রজন্ম বাহিনীর মধ্য থেকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে গেল, যেমন সদাপ্রভু তাদের কাছে শপথ করেছিলেন। দ্বিতীয় বিবরণ ২:১৩, ১৪।